কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এড়াতে, ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে এবং আইনি প্রয়োজনীয়তায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করুন :

প্রতিরোধ

- কার্যকরী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার আশংকা অনেক ক্ষেত্রে কমিয়ে দেয় (উদাহরণ : দক্ষ লোক নিয়োগ করে, প্রশিক্ষণ প্রদান করে, নিয়মিত ঝুঁকি মূল্যায়ন করে, প্রভৃতি)।

দুর্ঘটনা মোকাবেলার প্রস্তুতি

- দুর্ঘটনাকালীন দ্রুত ও যথাযথ পদক্ষেপ (প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা) অনেক জীবন বাঁচাতে পারে এবং হতাহতের সংখ্যা কমাতে পারে।
- দুর্ঘটনাকালীন সময়ে গ্রহণীয় পদক্ষেপসমূহ নিয়ে বর্ণনামূলক একটি কার্যপ্রণালী গ্রহণ : অন্যান্য বিষয় ছাড়াও আগে থেকেই ঠিক করা যে, কে দুর্ঘটনাক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং কে দাপ্তরিক যোগাযোগ রক্ষা করবে।
- আগে থেকেই সেইফটি কমিটি'কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে : কীভাবে দুর্ঘটনার তদন্ত পরিচালনা করতে হয়।

দুর্ঘটনা অবহিতকরণ

- যদি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে তবে দ্রুত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে হবে (যেমন : হাসপাতাল, D.C, থানা, শিল্প পুলিশ, FSCD পরিদর্শক দপ্তর, প্রভৃতি)। যদি দুর্ঘটনার কারণে ২০ দিনের বেশি অনুপস্থিতি বা অক্ষমতা বা অঙ্গচ্ছেদ বা মৃত্যুর ঘটনা ঘটে তবে তাকে মারাত্মক দুর্ঘটনা হিসেবে ধরা হয়। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে 'ফর্ম ২৭' ব্যবহার করে দুর্ঘটনার বিশদ বর্ণনা তৈরি করতে হবে।
- যদি দুর্ঘটনার কারণে ২ দিনের বেশি কিন্তু ২০ দিনের মতো অনুপস্থিতির ঘটনা ঘটে তবুও অবশ্যই ৭ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে এবং মারাত্মক দুর্ঘটনার (যেমন : হতাহত ব্যতীত বিস্ফোরণ, অগ্নিকাণ্ড, ভবন ধস, প্রভৃতি) ক্ষেত্রে ৩ দিনের মধ্যে জানাতে হবে।

দুর্ঘটনা তদন্ত ও প্রতিবেদন

- সুপারিশ করা হয়ে থাকে যে, সবরকম দুর্ঘটনা এবং বিপজ্জনক ঘটনার তদন্ত পরিচালনা করতে হবে। দুর্ঘটনা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ভবিষ্যতে একই রকম দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কাজে আসবে।

- খুঁজে বের করতে হবে কী ঘটেছে, কেন এমন দুর্ঘটনা ঘটলো এবং কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা যেত। কেননা সেইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটা প্রতিরোধ করা যাবে।
- মারাত্মক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে পরিদর্শকের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা কমপক্ষে ৩ দিনের আগে দুর্ঘটনা কবলিত এলাকায় অবশ্যই রদবদল অথবা কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।
- দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে অবশ্যই দুর্ঘটনার প্রতিবেদন প্রয়োজন। ২ দিনের কম সময় কর্মে অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের 'দুর্ঘটনা রেজিস্টার'-এ দুর্ঘটনার প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ রাখাই যথেষ্ট।
- ভালোভাবে লিখিত একটি দুর্ঘটনার প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার জন্য বিনিয়োগে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।
- ভালোভাবে পরিচালিত দুর্ঘটনার প্রতিবেদন সেইফটি কমিটি'র সদস্যবৃন্দকে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণে সহায়তা করে।

ক্ষতিপূরণ

- মালিক কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার খরচ বহন করে।

- নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হয়।
- মালিক ও শ্রমিক ক্ষতিপূরণ বিষয়ে সমঝোতায় আসতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই এই সমঝোতা শ্রম আদালতের মাধ্যমে নিবন্ধিত হতে হবে।
- মালিক ও শ্রমিক যদি সমঝোতায় না আসেন তবে তারা শ্রম আদালতে মামলা দাখিল করতে পারেন।
- পরিদর্শকের মধ্যস্থতায় ক্ষতিপূরণ পাওয়া যেতে পারে।

পুনর্বাসন

- যথাযথ চিকিৎসা ও শ্রমিকের কাজে অনুপস্থিতিকালে নিয়মিত যোগাযোগ আহত শ্রমিকের দ্রুত আরোগ্য লাভে ভূমিকা রাখে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
বিএফডিসি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
২৩-২৪ কাওরান বাজার (২য় ও ৩য় তলা), ঢাকা ১২১৫
ফোন : +৮৮ ০২ ৫৫০ ১৩৬২৭
Web: www.dife.gov.bd
Email: chiefdife@gmail.com

এই প্রকাশনাটি কানাডা, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই.এল.ও)-র
'তৈরি পোশাক শিল্পে কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি'-এর সহায়তায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

Canada

Kingdom of the Netherlands

UKaid
from the British people

International Labour Organization